ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# স্পেনের মাদ্রিদে আসন্ন কপ-২৫ জলবায়ু সম্মেলন: জলবায়ু অর্থায়নে দূষণকারী শিল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিশ্রুতির বাস্তব অগ্রগতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের দাবি টিআইবি'র

২৮ নভেম্বর ২০১৯, টিআইবি কনফারেন্স রুম, ঢাকা

# প্রেক্ষাপট

- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসি) এর আওতায় ২০১৫ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি সম্পাদন করে, যা ২০২০ সাল হতে কার্যকর হওয়ার কথা
- ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন চুক্তির আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষতিপূরণ বাবদ উন্নত দেশসমূহ "দূষণকারী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য" নীতি অনুসরণে উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' হিসেবে ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্যারিস চুক্তির আওতায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত
- জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত তহবিল প্রদানের বিষয়ে শিল্পোন্নত দেশসমূহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
- সর্বশেষ কপ-২৪ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি ও ন্যায্যতা নিশ্চিতে স্বচ্ছতা কাঠামো সম্বলিত প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের রূপরেখাও (রুল বুক) চূড়ান্ত
- স্পেনের মাদ্রিদে আসন্ন কপ-২৫ সম্মেলনে প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নের পাশাপাশি 'ক্ষয়-ক্ষতি' মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা

# বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নে অনিশ্চয়তা

- বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল প্রদানের বিষয়টি বাধ্যতামূলক না হয়ে ঐচ্ছিক হওয়ায় ঝুঁকিতে থাকা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য অনুদান ভিত্তিক অর্থায়ন পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে
- সর্বোচ্চ দূষণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তি হতে বের হযে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক অর্থায়নে অনিশ্চয়তা আরো বেড়েছে
- ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে অর্থায়নের প্রধান মাধ্যম সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) এ পর্যন্ত মাত্র ১০.৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান; সর্বমোট প্রকল্প চাহিদার পরিমাণ ২০.৬ বিলিয়ন ডলার
- সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশ সহ ১০টি দেশকে জিসিএফ মাত্র ১.৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে অনুমোদিত সর্বমোট তহবিলের মাত্র ০.০৭%; ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন অনুসারে শুধুমাত্র বাংলাদেশের অভিযোজন বাবদ বছরে দরকার ২.৫ বিলিয়ন ডলার
- এ প্রেক্ষিতে কোন উৎস হতে, কখন এবং কিভাবে প্রদান করা হবে তার নিশ্চয়তা না থাকায় ক্ষতির মাত্রা যে সামনে বাড়বে

# বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নে অনিশ্চয়তা

- প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ না করায় 'নতুন' এবং 'অতিরিক্ত' উন্নয়ন সহায়তা এবং অনুদান অথবা ঋণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ অস্পষ্টতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে
- জিসিএফ কর্তৃপক্ষের প্রকল্প অনুমোদন থেকে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত তহবিল ছাড়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন জবাবদিহিতা বা রোডম্যাপ/নীতিমালা না থাকায় জিসিএফ বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ২.৮ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প অনুমোদন
- চরম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো জিসিএফ থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল পাবার ন্যায্য অধিকার রয়েছে
- বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৩টি প্রকল্পের জন্য জিসিএফ থেকে মাত্র ৮৫ মিলিয়ন ডলার তহবিল অনুমোদন পেলেও ২০১৫ সালে অনুমোদিত প্রকল্পের তহবিল এখন পর্যন্ত ছাড় না হওয়ায় তহবিল ছাড়ে দেরি
- এর ফলে লক্ষিত জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হলে জিসিএফ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি না থাকায় জিসিএফ এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে

# জিসিএফ'র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার

## জিসিএফ হতে বরাদ্দ তহবিলের ধরন

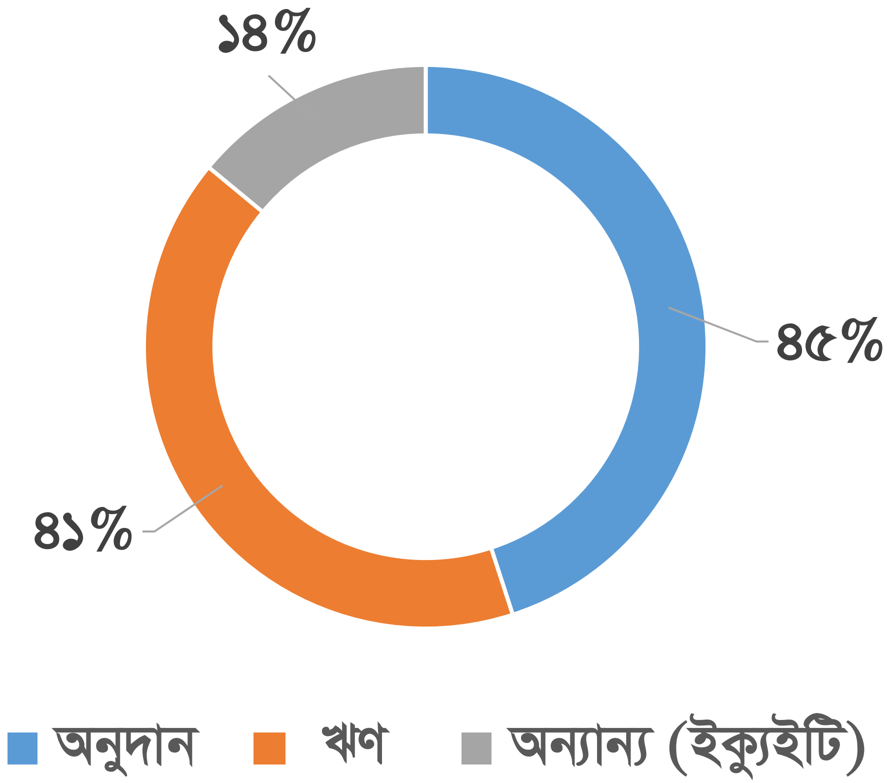


## জিসিএফ তহবিলে প্রত্যাশিত: অভিযোজন ও প্রশমনের অনুপাত ৫০:৫০

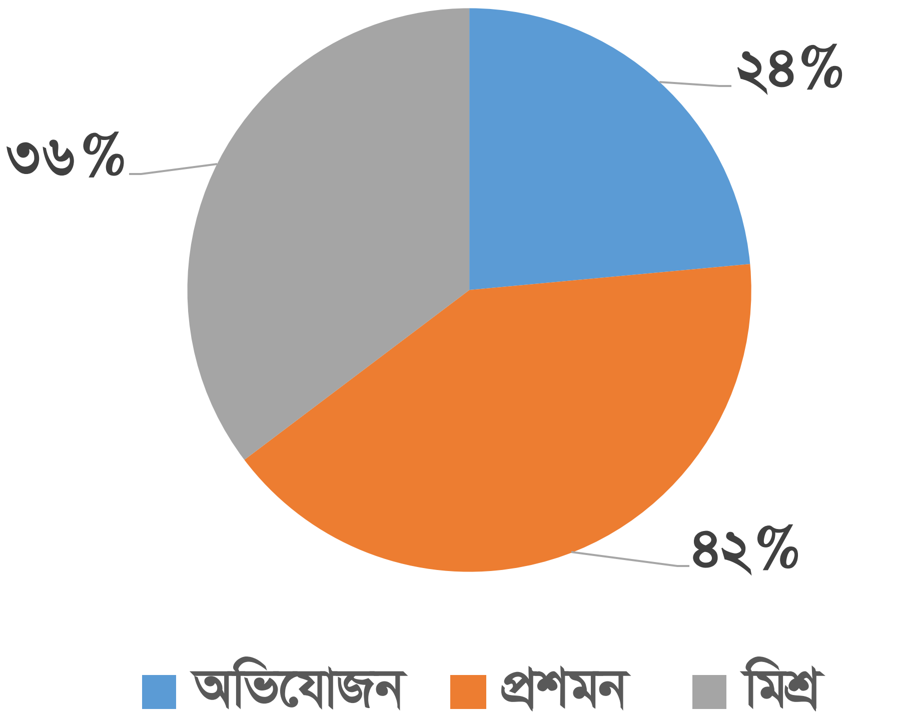

# জিসিএফ'র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার

- ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ জিসিএফ নির্ধারিত কঠিন মানদণ্ড নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম না হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমেই জিসিএফএ নিবন্ধিত হচ্ছে
- এমন প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করছে যা অনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির লংঘন
- দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার অভিয়োগ এবং শুদ্ধাচারের ঘাটতি রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফ এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (Accredited Entities-AEs) হিসাবে নিবন্ধিত করা হয়েছে
- বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম ভারতীয় বেসরকারি ব্যাংক আইএল অ্যান্ড এফএস (IL&FS) এবং অর্থ পাচারের জড়িত থাকায় অভিযুক্ত এইচএসবিসি ব্যাংক নিবন্ধিত হওয়ায় জিসিএফ-এর শুদ্ধাচার নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে

# বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি এবং ব্যাপকভিত্তিক কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন

- বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ৩০টিতে উন্নীত করা হবে এবং যা বিদ্যমান ৫২৫ মেগাওয়াটের বিপরীতে মোট উৎপাদন ৩৩২৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হলে বায়ুমন্ডলে বার্ষিক ১১ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত হলে কার্বন বিস্ফোরণের ঘটনা হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে চরম হুমকির মুখে ফেলবে
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত বিশ্লেষণ বলছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণেই বাংলাদেশ তার স্থলভাগের ১১ শতাংশ হারাবে এবং চার ও পাঁচ মাত্রার ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার ঝুঁকি ১৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেবে, যা উপকূলে বসবাসরত ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে ফেলবে
- তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায়, বিশেষ করে, উপকূলীয় ঝড় ও জলোচ্ছাসের হাত থেকে উপকূলীয় জনবসতি ও সম্পদ রক্ষায় সুদৃঢ় বর্ম হিসাবে সুন্দরবনের অবদান অনস্বীকার্য
- নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা বেষ্টনি হয়ে ৬.১৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের সুন্দরবন বছরের পর বছর ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের মানুষের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করে আসছে

# বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি এবং ব্যাপকভিত্তিক কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন

- বাংলাদেশে আঘাত হানার আগেই সাম্প্রতিক প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের শক্তি হ্রাস করে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে দিয়েছে সুন্দরবন; যা বুলবুলের প্রেক্ষিতে আবহাওয়া অধিদপ্তরসহ সরকারি সংশ্লিষ্ট মহল থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর আগেও প্রলয়ংকরী সিডর, আইলাসহ অন্যান্য দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকতর হতে দেয় নি সুন্দরবন।
- কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ও পরামর্শ উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কৌশলগত পরিবেশগত সমীক্ষা ছাড়াই সুন্দরবনের সন্নিকটে রামপাল, তালতলি ও কলাপাড়ায় বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বহুমুখী ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পায়ন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
- ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি কর্তৃক সুন্দরবনকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্ব ঐতিহ্যে’র তালিকায় অন্তর্ভূক্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুধু দুর্যোগ থেকে রক্ষায় নিরাপত্তা বেষ্টনি হিসেবেই নয়, সুন্দরবন এ অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম রক্ষাকবচ
- সুন্দরবনের মত বিশ্ব ঐতিহ্য ঝুঁকিতে রেখে রামপালসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের পরিপন্থি।

# জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষয়-ক্ষতি এবং তা মোকাবেলায় পদক্ষেপ

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে (স্লো অনসেট ইভেন্ট) বা আকস্মিক (এক্সট্রিম ইভেন্ট) দুর্যোগের কারণে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির (Loss and Damage) বিষয়টি উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য
- এই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির ঘটনা ও প্রভাব বাংলাদেশের মতো দুর্যোগপ্রবণ দেশে অনেক প্রকট, যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং আমাদের বিদ্যমান অভিযোজন এবং প্রশমন কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলা ও এড়ানো সম্ভব নয়
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের প্রায় ২৮২৬.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়েছে (জার্মানওয়াচ ২০১৯);
- টিআইবির সাম্প্রতিক গবেষণায়, বন্যার কারণে আক্রান্ত পরিবার প্রতি গড়ে ১৭,৮৬৩ টাকার (২১০ ডলার) ক্ষতি
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০০৯-২০১৫ সময়কালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩০৭০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতির ফলে বাংলাদেশ প্রতিবছর জিডিপির অতিরিক্ত ০.৩০% প্রবৃদ্ধি অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছে
- সিডরের পর থেকেই বাংলাদেশ ২০০7 সালে 'ক্ষয়-ক্ষতি' সমাধানের উপায় বিবেচনা করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার প্রস্তাব করে

# ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় অনুদান-ভিত্তিক বরাদ্দ

- ২০১৩ সালে ইউএনএফসিসি'র কনফারেন্স অব পার্টিস (কপ) এর কপ১৯ এ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার উন্নয়নশীল দেশসমূহের 'ক্ষয়-ক্ষতি' মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরীর সিদ্ধান্ত
- কপ২২ সম্মেলনে ক্যানকুন অভিযোজন ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে অনুচ্ছেদ ১৫ অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট 'ক্ষয়-ক্ষতি' চিহ্নিত করতে "ওয়ারসো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজম" প্রণীত
- প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট 'ক্ষয়-ক্ষতি'র (loss and damage) বিষয়টি অভিযোজন থেকে আলাদা বিষয় হিসেবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি প্যারিস চুক্তির ৮ নং অনুচ্ছেদে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে
- কপ-২৫ সম্মেলনে 'ক্ষয়-ক্ষতি' মোকাবেলায় ওয়ারসো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের উপর একটি পর্যালোচনা এবং একটি প্রায়োগিক রিপোর্ট প্রস্তুত করার কথা
- 'ক্ষয়-ক্ষতি' নির্ধারণে সুস্পষ্ট গাইডলাইন না থাকায় ক্ষতিপূরণ প্রদানে এখন পর্যন্ত কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি এবং ক্ষয়-ক্ষতি' মোকাবেলায় আলাদা তহবিল গঠনে কোন অগ্রগতি নেই
- ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে ওয়ারসো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের আওতায় এখন পর্যন্ত 'নতুন ও অতিরিক্ত' কোনো অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি
- এমনকি ২০১৭ সালে প্রণীত ওয়ারশো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের কর্মপরিকল্পনায় চলমান পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় (২০১৭) আলাদা কোন তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয় নি

# ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় আলাদা তহবিল

- কর্ম পরিকল্পনায় জিসিএফ এর সাথে সমন্বয় করে অর্থায়ন এবং কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই
- প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনায় ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় বিবিধ বীমা এবং বন্ডকে প্রস্তাব করা হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছায় প্রদত্ত কিস্তি থেকে সংগৃহের প্রস্তাব করা হয়েছে
- এমন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর জন্য আনুদান-ভিত্তিক অভিযোজন তহবিল প্রদানের মূল নীতিমালার সাথে অসামঞ্জস্যপূণ
- বীমা এবং বন্ড ভিত্তিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা মুনাফায় আগ্রহী ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার প্রসারে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে;
- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও পরিবারের কাছ থেকে বীমার কিস্তি আদায়ের সুযোগ পরিবারগুলোর উপর আরও অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে এবং ইতোমধ্যে ঝুঁকিতে থাকা পরিবারের আর্থিক বোঝা আরো বাড়বে;

- প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও দেশের জনগোষ্ঠীর সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির ওপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে;
- ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়গুলো সামান্যই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে;

# আসন্ন কপ-২৫ এ প্রত্যাশা

- প্যারিস চুক্তির আওতায় জলবায়ু অর্থায়ন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যে স্বচ্ছতা কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে তাও আইনী বাধ্যতামূলক না হওয়ায় বাস্তবে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য অর্জন আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা নিশ্চিত নয়
- অনুদান ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জলবায়ু অর্থায়ন এবং তার ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে টিআইবি ২০১১ সাল হতে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অংশীজনের সাথে গবেষণা-ভিত্তিক সুপারিশ বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে
- এর ফলে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পাশাপাশি ইতিমধ্যে টিআইবি প্রণীত জলবায়ু প্রকল্প তদারকি কৌশল এবং সামাজিক নিরীক্ষা টুল কেনিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল,রুয়ান্ডা ও মেক্সিকোতে প্রয়োগ করা হচ্ছে
- এ প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী ঝুঁকিতে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মানুষের স্বার্থে টিআইবি আসন্ন কপ-২৫ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে স্বচ্ছতা কাঠামো সম্বলিত রূপরেখা (রুল বুক) অনুযায়ী প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নও ‘ক্ষয়-ক্ষতি’ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সহ প্যারিস চুক্তিতে সাক্ষরকারী দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য পেশ করছে-

# বাংলাদেশ কর্তৃক কপ-২৫ এ উত্থাপনযোগ্য

- দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান নীতি বিবেচনা করে ঋণ নয়, শুধু অনুদান প্রদান নিশ্চিত করতে হবে যা হবে প্রতিশ্রুত উন্নয়ন সহায়তার ‘নতুন’ এবং ‘অতিরিক্ত’;
- ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পরিকল্পিত অভিযোজনের জন্য জিসিএফ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক তহবিল হতে প্রয়োজনীয় তহবিল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাসময়ে, সহজে সরবরাহের জন্য বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সমন্বিতভাবে (ক্লাইমেট ডিপ্লোম্যাসির মাধ্যমে) দাবি উপস্থাপন করতে হবে এবং তা আদায়ে দর কষাকষিতে দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে;
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে চাহিদা মাফিক জলবায়ু অনুদান ভিত্তিক তহবিল প্রদানে একটি সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে;
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ নিশ্চিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উন্নত দেশগুলো হতে প্রয়োজনীয় সম্পদ (জলবায়ু তহবিল, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং কারিগরি সহায়তা) সরবরাহের জোর দাবি উত্থাপন করতে হবে;

# বাংলাদেশ কর্তৃক কপ-২৫ এ উত্থাপনযোগ্য

- জিসিএফ এর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে সুশীল সমাজ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সমতা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক এবং কার্যকর ট্রাস্টি বোর্ড গঠন এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের অভিযোজন কার্যক্রমে অনুদানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;
- স্বল্পোন্নত দেশে অভিযোজন বাবদ অর্থায়নের অতিরিক্ত হিসেবে ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় বিশেষ তহবিল গঠন এবং তার জন্য দ্রুত অর্থায়ন নিশ্চিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সোচ্চার হতে হবে;
- 'ক্ষয়-ক্ষতি' মোকাবেলায় জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমার পরিবর্তে উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ আদায় করে 'ঝুঁকি বিনিময় খরচ' একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে; এবং
- জলবায়ু-তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন, কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতে জিসিএফ এবং অভিযোজন তহবিল থেকে বিশেষ তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

# বাংলাদেশ সরকারের করণীয়

- ২০৫০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিশ্রুত সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে অনতিবিলম্বে রামপাল, তালতলি ও কলাপাড়ায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতকেন্দ্রসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পায়ন কার্যক্রম স্থগিত করে ইউনেস্কো'র সুপারিশ অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব-মুক্ত কৌশলগত পরিবেশের প্রভাব নিরুপণ সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকে লক্ষ্য করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে, সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে; এবং
- প্রত্যন্ত এলাকার ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে জেলা-উপজেলাভিত্তিক জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে এবং 'ক্ষয়-ক্ষতি' মোকাবেলায় একটি জাতীয় কাঠামো প্রণয়নসহবিপন্ন মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে।

# ধন্যবাদ